আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন

জেলা: ফেনী

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ **বুলেটিন নং ১১৮**	**০৯ ফেব্রুয়ারি হতে ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন**

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি (০৫ ফেব্রুয়ারি হতে ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত)

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	০৫ ফেব্রুয়ারি	০৬ ফেব্রুয়ারি	০৭ ফেব্রুয়ারি	০৮ ফেব্রুয়ারি	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৬.৫	২৭.০	২৭.৮	২৩.৮	২৩.৮-২৭.৮
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৪.২	১২.৬	১২.০	১৫.৫	১২.০-১৫.৫
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৪৩.০-৯৩.০	২৮.০-৯১.০	২৪.০-৯৩.০	৪০.০-৯৩.০	২৪-৯৩
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১.৯	০.০	১.৯	১.৯	০.০-১.৯
মেঘের পরিমান (অক্টা)	১	০	৫	৫	০-৫
বাতাসের দিক	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
০৯ ফেব্রুয়ারি হতে ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৮.৪-২৭.৪
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১০.৫-১২.৭
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	২৭.০-৫৫.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	২.৫-৩.৩
মেঘের পরিমান (অক্টা)	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন আকাশ
বাতাসের দিক	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

সাধারন পরামর্শ: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এর তথ্য অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘন্টা জেলার দু'এক জায়গায় হালকা/গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শেষরাত থেকে সকাল অবধি জেলার কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারী ধরণের কুয়াশা পড়তে পারে। রাতের তাপমাত্রা (১-৩) ডিগ্রী সেঃ হ্রাস পেতে পারে ও দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। আগামী ৭২ ঘন্টার শেষের দিকে রাতের তাপমাত্রা হ্রাস পেতে পারে। গত চারদিন জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করেছে এবং মধ্য মেয়াদী পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচদিনও জেলায় শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সবজি:

- সেচ প্রদান করুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী সার প্রদান করুন এবং আগাছা নিধন করুন।
- শীতকালে সবজিতে পাউডারী মিলডিউ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণে ২০গ্রাম ট্রাইকোর্ডামা/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়াতে মরিচে থ্রিপস এবং জাবপোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। পোকা দমনে ইমামেকটিন বেনজোয়েট ৫% এসজি ৪গ্রাম/১০ লিটার অথবা ডাইমেথোয়েট ৩০% ইসি ১.০মিলি/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সবজির জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করুন।

বোরো ধান:

- প্রয়োজনে সেচ সুবিধাসহ বোরো ধানের বীজতলা তৈরি অব্যাহত রাখুন।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া বৃষ্টিপাতের পর প্রয়োগ করুন।
- ইউরিয়া প্রয়োগের পরও গাছ হলুদ থাকলে ৪০০গ্রাম জিপসাম প্রতি শতকে প্রয়োগ করুন।
- অঙ্কুরোদগম ভালোভাবে হওয়ার জন্য বীজতলায় ছাই ছিটিয়ে দিন।
- বীজতলায় ২-৩ সে.মি. পানির স্তর বজায় রাখুন।
- চারা রোপনের জন্য মুলজমি ভালোভাবে প্রস্তুত করুন।
- ১৩কেজি ইউরিয়া (১/৩ মোট ইউরিয়ার), ১৩কেজি টিএসপি,২০কেজি এমওপি, ১৫কেজি জিপসাম এবং ১৫কেজি জিঙ্ক প্রতি বিঘা জমিতে শেষ চাষের পর প্রয়োগ করুন ।
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- বোরো ধানের বীজতলা এবং মূলজমির আইল উচুঁ করে দিন যাতে বৃষ্টির পানি চারাগাছের ক্ষতি করতে না পারে।

বীজতলা থেকে মূল জমিতে চারা রোপন:

- ৩৫-৪৫ দিন বয়সী চারা রোপন করুন।
- ১০ দিনের মধ্যে চারা রোপন সম্পন্ন করুন। মূলজমি এবং সেচনালা আগাছা মুক্ত রাখূন।
- চারা রোপনের পর ১৫দিন পর্য়ন্ত মূল জমিতে ১-২ সেমি পানির স্তর বজায় রাখুন।

বাড়ন্ত পর্যায়:

- জমিতে ৩-৭ সেমি পানির স্তর বজায় রাখুন।
- চারা রোপনের ২০-২৫দিন পর ১৩কেজি ইউরিয়া সার প্রথম উপরি প্রয়োগ করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়াতে ধানে মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। পোকা সনাক্ত করনে আলোক ফাঁদ ব্যবহারের পাশাপাশি মনিটরিং বাড়াতে হবে। এছাড়া পোকা নিয়ন্ত্রণে কার্বফুরান গ্রুপের কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।

গম

- চারা ঘন করে লাগানো থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।
- হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশায় গমে ব্লাস্ট দেখা দিতে পারে, আক্রমন দেখা দিলে নাটিভো ৭৫ডব্লিউজি ৬গ্রাম/ডেসিমেল প্রয়োগ করুন।
- গমে রাষ্ট রোগের আক্রমণ দেখা দিলে জিঙ্ক কার্বোনেট ২কেজি/১০০০লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১০দিন অন্তর দুইবার প্রয়োগ করুন।
- সালফারের অভাব দেখা দিলে ১কুইন্টাল জিপসাম/ একর জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।
- চারার বয়স ৫০-৫৫ দিন হলে দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে। তৃতীয় সেচ দিতে হবে ৭৫-৮০ দিন বয়সে, দানা গঠন স্তরে।
- জমিতে চারা অতিরিক্ত ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

সরিষা:

- ৮০% ফসল পরিপক্ক হলে সংগ্রহ করুন।
- বালাইয়ের উপস্থিতি সনাক্তকরণে নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করুন বিশেষ করে পাতা খেকো লেদা পোকা সনাক্ত করতে।
- যথাযথ পরিমানে গাছের সংখ্যা বজায় রাখার জন্য পাতলাকরণের ব্যবস্থা নিন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।
- জাবপোকার আক্রমণ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- স-ফ্লাইয়ের আক্রমন দেখা দিলে ক্লোরোপাইরিফস ২০ইসি® ৫মিলি/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় সরিষায় অলটারনারিয়া ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম রোভরাল ৫ ডব্লিউপি মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ৩ থেকে ৪ বার স্প্রে করুন।
- সরিষা পড গঠন পর্যায়ে থাকলে আন্ত:পরিচর্যার পর সেচ প্রদান করুন।

মসুর:

- পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করুন।
- প্রয়োজনে হালকা সেচ প্রদান করুন।
- বীজ বপনের পর ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে একবার আগাছা নিধন করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়াতে ছত্রাকজনিত রোগ দেখা দিতে পারে। রোগ নিয়ন্ত্রনে কার্বান্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বর্তমান আবহাওয়ায় স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। আক্রমণ দেখা দিলে রোভরাল ৫০ ডব্লিউপি ২% হারে পানিতে মিশিয়ে রৌদ্রজ্জ্বল দিনে সকাল ৯-১০ টার মধ্যে স্প্রে করুন।
- ঢলে পড়া রোগ হলে সপ্তাহে দু'বার প্রতি লিটার পানিতে ১গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- এফিড এর আক্রমন দেখা দিতে পারে। আক্রমন প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করুন।
- পড বোরার এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত অংশ হাত দিয়ে তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

আলু

- আগাম এবং মধ্য মেয়াদী আলুর জাত ৮০-১২০দিনে পরিপক্কতা লাভ করে। সেচ প্রদান থেকে বিরত থাকুন। আলু ওঠানোর ৭-১০ দিন আগে উপরের পাতা কেটে দিন।
- নাবীধ্বসা রোগসহ অন্যান্য রোগ সনাক্ত করতে নিয়মিত মাঠ পরির্দশন করুন। রোগ দমনে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- লাল পিপড়া ও কাটুই পোকার আক্রমণ হলে বিঘা প্রতি ৫কেজি হারে ম্যালাথিয়ন ৫% ডাস্ট প্রয়োগ করুন। জাবপোকার আক্রমণ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্ত্বিক উদ্ভিদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিন।
- ঠান্ডাজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ফল গাছে প্রয়োজনে হালকা সেচ প্রদান করুন। কচি ফল গাছ ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।
- ফল গাছে অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন এবং আগাছা নিধন করুন।
- ৩-৪ মাস বয়সী কলাগাছে সিউডোষ্টিম উইফিল এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে ক্লোরোপাইরিফক্স ২মিলি/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- নারিকেলের বাড রট রোগ দেখা দিলে আশেপাশের গাছ সহ আক্রান্ত গাছে বোর্দোমিক্সচার প্রয়োগ করুন।
- নারিকেল গাছে ১৫দিন পর পর সেচ প্রয়োগ করুন।
- আমে শুটি মোল্ড রোগ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- শুষ্ক আবহাওয়ার কারনে কলাগাছে বোরনের অভাব দেখা দিতে পারে, ১গ্রাম বোরাক্স ১লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আমের পুষ্পমন্জুরী এবং গুটিতে পাউডারী মিলডিউ রোগ দেখা যেতে পারে । রোগ নিয়ন্ত্রণে ইমিডোক্লোরোপিড @০.৩মিলি/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে বৃষ্টিপাতের পর স্প্রে করুন।
- মিলিবাগের আক্রমণ থেকে আম গাছকে রক্ষা করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করুন।

গবাদী পশু

- রাতের তাপমাত্রা হ্রাস পেতে শুরু করেছে, গবাদিপশু বিশেষ করে বাছুর এবং দুগ্ধবতী গাভীকে নিউমোনিয়া থেকে রক্ষা করতে সকালে ও সন্ধ্যায় চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে রাখুন।
- গবাদী পশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- গবাদী পশুকে নিয়মিত টীকা দিন। ।
- গোয়াল ঘরের চালা ও মেঝে পরিষ্কার রাখুন।
- গবাদী পশুকে কৃমিনাশক দিন।
- গবাদিপশুকে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার দিন।

হাঁস-মুরগী

- এক সপ্তাহের মুরগীর বাচ্চাকে রানীক্ষেত এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরা রোগ থেকে বাঁচাতে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সহায়তায় টীকা দিন।
- মুরগীর ঘর সপ্তাহে অন্তত: ২ বার পরিষ্কার করুন।
- খোয়াড়ের চারদিকে চটের বস্তা অথবা পলিথিনের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১/২ ঘন্টা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি এবং রোগবালাই কমে যাবে।

মৎস্য:

- শীতকালে যেসব ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ হয় তা থেকে মাছকে রক্ষা করুন। রোগ থেকে রক্ষা পেতে পটাশ@৪-৫ মি.গ্রা/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে পুকুরে প্রয়োগ করুন।
- এসময় মাছে নানবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে, সমস্যা জটিল হলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো।
- পুকুরের চারপাশের ঝোপঝাড়সহ সম্পূর্ন পুকুর পরিষ্কার করুন।
- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন।
- দুপুর ২-৩ টার মধ্যে পুকুরে মাছের খাবার দিন।